February 2024 | Volume 1

Newsletter

PICMaC-DPHE (Phase-2)

জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের পানি সরবরাহ সংক্রান্ত সামগ্রিক ব্যবস্থাপনা দক্ষতা উন্নয়নের লক্ষ্যে জাইকার কারিগরি সহায়তায় গত ২০১৫ সাল হতে "পিকম্যাক-ডিপিএইচই" (PICMaC-DPHE) প্রকল্প বাস্তবায়িত হচ্ছে, যার প্রথম ফেজ ইতোমধ্যেই সম্পন্ন হয়েছে।

এবার, অধিদপ্তরের সকল কার্যক্রমে প্রথম ফেজ এর অর্জিত ফলাফল সমূহের সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিতকরনের লক্ষ্যে, নভেম্বর ২০২৩ সাল থেকে পিকম্যাক-ডিপিএইচই প্রকল্পের ফেজ-২ শুরু হয়েছে।

নিরাপদ পানি সরবরাহের জন্য সামগ্রিক কর্মদক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে

ছবি: ১ ফেব্রুয়ারি ২০২৪ তারিখে ডিপিএইচই সদর দপ্তরে অনুষ্ঠিত সূচনা সভা।

PICMaC কী ?

বাংলাদেশ সরকার ২০২৫ সালের মধ্যে সেফলি ম্যানেজড পানি সরবরাহের কভারেজ শতকরা ৭৫ ভাগে উন্নীত করার জন্য একটি জাতীয় লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করেছে।

PICMaC-DPHE (Phase-1) প্রকল্পের আওতায়, নিরাপদ পানি সরবরাহের অবস্থা উন্নয়নের জন্য প্রয়োজনীয় কার্যক্রম, গাইডলাইন এবং ম্যানুয়াল তৈরি করা হয়েছে। যেমন, সকল কার্যক্রমের গুণগত মান নিশ্চিত করতে সমন্বিত গাইডলাইন প্রণয়ন করা হয়েছে। পানি সরবরাহের জন্য প্রতিটি ইউনিয়নের ভূগর্ভস্থ ও ভূপৃষ্ঠস্থ পানির প্রাপ্যতা ও উপযুক্ত পানির উৎস নির্ধারণে Water Resources Potential Maps (WRPMs) প্রণয়ন করা হয়েছে। মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদী কর্ম পরিকল্পনা (Mid and Long-Term Action Plan) প্রণীত হয়েছে, যা জাতীয় লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে একটি পথ নির্দেশিকা। সেই সাথে, DPHE এর তথ্য ব্যবস্থাপনার জন্য একটি মানদন্ড প্রণয়ন করা হয়েছে। ডিপিএইচই ২০২২-২৩ অর্থবছর থেকে রাজস্ব কার্যক্রমের অংশ হিসাবে পর্যবেক্ষণ ও নজরদারি (M&S) কার্যক্রম শুরু করেছে, যা ২০২৫ সালের মধ্যে দেশের ৩০% (১৯টি) জেলায় সম্প্রসারিত হবে।

বর্তমান প্রকল্প PICMaC-DPHE (Phase-2) এর লক্ষ্য হলো মূলত ডিপিএইচই এর সকল কাজে ফেজ ১ এর অধীনে প্রণীত কার্যক্রম, গাইডলাইন এবং ম্যানুয়্যাল সমূহের সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিত করা এবং পৌরসভার পাইপড ওয়াটার সাপ্লাই সিস্টেমের জন্য নতুন একটি পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ (O&M) ম্যানুয়াল প্রণয়ন করা।

প্রকল্পের কাঙ্খিত লক্ষ্য তিনটি:-

আউটপুট ১ (OP1)- এর লক্ষ্য হলো প্রস্তুতকৃত গাইডলাইনটি'র বিষয়বস্তু বুঝতে ও ডিপিএইচই এর সকল কাজ ও প্রকল্প বাস্তবায়নে গাইডলাইনটির সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিত করতে সকল কর্মকর্তাকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা। ডিপিএইচই এর নিয়মিত রাজস্ব কর্মকান্ডে'র অংশ হিসাবে "পর্যবেক্ষণ ও নজরদারি (M&S) কার্যক্রম" কে প্রতিষ্ঠিত করতে সহায়তা করা।

আউটপুট ২ (OP2)-এর লক্ষ্য হলো ডিপিএইচই'র কর্মীদেরকে পানি সরবরাহের স্থাপনা সঠিকভাবে নির্বাচন করার জন্য WRPMs ব্যবহারের প্রশিক্ষণ দেওয়া এবং WRPMs আপডেটের জন্য প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করার ক্ষেত্রে সহায়তা করা।

আউটপুট ৩ (OP3)-এর লক্ষ্য হলো ডিপিএইচই'র কর্মকর্তা ও কর্মচারীদেরকে পৌরসভার পাইপ লাইন স্কীমের পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ (O&M) সম্পর্কিত দক্ষতা বৃদ্ধি। এতে, বর্তমানে বিদ্যমান ম্যানুয়্যাল সমূহ এবং ডিপিএইচই'র বর্তমান সক্ষমতা বিশ্লেষণের মাধ্যমে নতুন O&M ম্যানুয়্যাল প্রণয়ন করার কাজটি অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

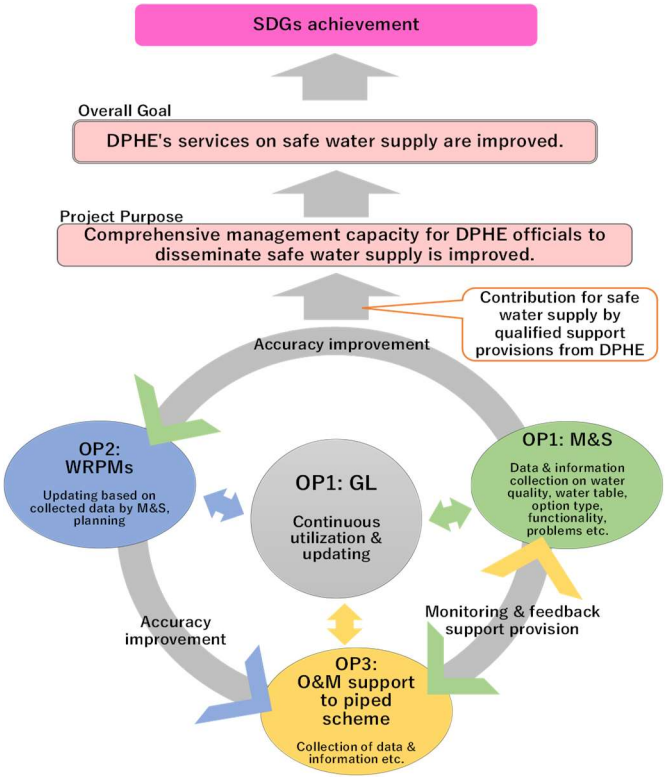

আশু কর্মসূচি (ফেব্রুয়ারি-এপ্রিল ২০২৪)

ফেব্রুয়ারি	:	প্রথম JCC (Joint Coordination Committee)
		প্রশিক্ষক প্রশিক্ষণ (TOT) (আউটপুট ২)
ফেব্রুয়ারি – এপ্রিল	:	পৌরসভার পাইপ স্কীমের সরেজমিন অবস্থা পর্যবেক্ষণ (আউটপুট ৩)
ফেব্রুয়ারি – মার্চ	:	M&S কার্যক্রমের প্রশিক্ষণ (হেড অফিস এবং মাঠপর্যায়ে) (আউটপুট ১)
মার্চ	:	জেলা অফিসে WRPMs সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ কার্যক্রম (আউটপুট ২)
এপ্রিল	:	গাইডলাইন ব্যবহার সংক্রান্ত প্রশিক্ষক প্রশিক্ষণ (আউটপুট ১)
		২০২৩-২০২৪ অর্থবছরের M&S কার্যক্রমের সূচনা

পিকম্যাক কর্মকান্ড এবং প্রবাহ

*সময়সূচি অস্থায়ী, পরে চূড়ান্ত করা হবে

আউটপুট ১-১: গাইডলাইন

- টি ও টি
  - পিকম্যাক টিম
  - এপ্রিল ২০২৪
- হেডকোয়ার্টার ও প্রকল্প কার্যালয়
  - টি ও টি প্রশিক্ষণার্থী
  - আগস্ট ২০২৪
- মাঠ পর্যায়ের কার্যালয়
  - টি ও টি প্রশিক্ষণার্থী
  - সেপ্টেম্বর ২০২৪-জানুয়ারী-২০২৫
- গাইডলাইন ব্যবহার পর্যবেক্ষণ
  - প্রশিক্ষণ থেকে ৩ মাস পর পর

আউটপুট ১-২: এম এন্ড এস

- পরিকল্পনা এবং ক্রয় ইত্যাদি
  - আগস্ট-ডিসেম্বর
- প্রশিক্ষণ
  - ফেব্রুয়ারি - মার্চ
- তথ্য সংগ্রহ
  - এপ্রিল-মে
- রিপোর্টিং
  - মে-জুন

আউটপুট ২: WRPMs

- টি ও টি
  - পিকম্যাক টিম দ্বারা
  - ফেব্রুয়ারি ২০২৪
- মাঠ পর্যায়ে প্রশিক্ষণ
  - টি ও টি প্রশিক্ষণার্থী দ্বারা
  - ফেব্রুয়ারি-মার্চ ও মে ২০২৪
- WRPMs এর হালনাগাদ
  - টি ও টি প্রশিক্ষণার্থী ও পিকম্যাক টিম দ্বারা
  - জুন ২০২৪ থেকে শুরু হবে
- অনলাইন প্ল্যাটফর্ম
  - টি ও টি প্রশিক্ষণার্থী ও পিকম্যাক টিম দ্বারা
  - জুলাই ২০২৪ থেকে শুরু হবে
- সেমিনার
  - টি ও টি প্রশিক্ষণার্থী ও পিকম্যাক টিম দ্বারা
  - মে ২০২৪ ও জুন ২০২৫

আউটপুট ৩: ও এন্ড এম পৌরসভা পাইপড স্কীম

- মাঠ পর্যায়ের জরিপ (তথ্য সংগ্রহ)
  - ফেব্রুয়ারি, মার্চ, মে ২০২৪
- ম্যানুয়াল প্রস্তুতকরণ
- টি ও টি
  - ২০২৫ সালের জুনের আগে
- আরও প্রশিক্ষণ পরিকল্পনা প্রস্তুতি
- ডিপিএইচই থেকে প্রশিক্ষণ পরিকল্পনা অনুমোদন

সূচনা সভায় অতিথিবৃন্দ এবং পিডির পক্ষ থেকে শুভেচ্ছা বার্তা

সকল অংশগ্রহণকারীদের জন্য শুভেচ্ছা। আমাদের লক্ষ্য ২০৩০ সালের মধ্যে নিরাপদ পানি ও স্যানিটেশন নিশ্চিত করা। পিকম্যাক প্রকল্প এই উদ্দেশ্য অর্জনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। সামনের দিনগুলিতে, পরিচালনা এবং রক্ষণাবেক্ষণ সম্পর্কিত চ্যালেঞ্জগুলি প্রত্যাশিত। এটি গুরুত্বপূর্ণ যে আমরা এখনই পরিচালনার দিকগুলিকে মোকাবেলায় মনোনিবেশ করছি। এছাড়া, আমরা আগ্রহের সাথে জাইকার সাথে আরও অংশীদারিত্বের প্রত্যাশা করছি, যা বিনিয়োগ প্রকল্পের মাধ্যমে নিরাপদ পানির সরবরাহ ব্যবস্থাকে ত্বরান্বিত করবে। আমি আনন্দের সাথে পিকম্যাক-২ প্রকল্পের আনুষ্ঠানিক শুভ উদ্বোধন ঘোষণা করছি।

জনাব মোঃ সরোয়ার হোসেন, প্রধান প্রকৌশলী

পিকম্যাক অন্যান্য প্রকল্পগুলির থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। যেহেতু একটি প্রযুক্তি সহায়তা প্রকল্পের প্রকৃতি মূলত একটি বিনিয়োগ প্রকল্প থেকে আলাদা ধরণের হয়, সেকারনেই এই পার্থক্য। পিকম্যাক-১ পরিকল্পনা অনুযায়ী এর কার্যক্রম বাস্তবায়ন কোভিড-১৯-এর কারণে বন্ধ করতে বাধ্য হয়েছিল। তবুও, এই প্রকল্পের আউটপুটগুলির মধ্যে WRPMs সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ এবং প্রয়োজনীয়। আমি আশা করি ডিপিএইচই কর্তৃক নজরদারি কার্যক্রম এবং পাইপ লাইন দ্বারা পানি সরবরাহ জোরদার করার ক্ষেত্রে পিকম্যাক-২ জাইকার সাথে সহযোগিতার সেতু হিসাবে কাজ করবে।

জনাব তুষার মোহন সাধু খাঁ, অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, (পরিকল্পনা)

আমরা আনন্দিত যে প্রকল্পটি অবশেষে আলোর মুখ দেখলো। আমাদের সামনে চ্যালেঞ্জ এসডিজি-৬ , সেই লক্ষ্যে পৌঁছানোর জন্য সতর্ক পরিকল্পনা ও তার বাস্তবায়ন প্রয়োজন। পিকম্যাক-১ গাইড লাইন তৈরি এবং পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ মেকানিজম প্রতিষ্ঠায় ব্যাপকভাবে অবদান রাখছে। গাইড লাইনের যথাযথ ব্যবহার আমাদের কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যের মূল চাবিকাঠি। পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ কার্যক্রম এ আমরা গত বছর ৩টি জেলায় কাজ শুরু করেছি এবং এই বছর ১০টি জেলায় এই কাজ করা হবে। ডিপিএইচই'র সক্ষমতা বৃদ্ধি নিশ্চিত করার জন্য, পিকম্যাক-১ এর যেকোন প্রয়োজনীয় সম্প্রসারণ এবং উন্নতির দিকগুলি অবশ্যই পিকম্যাক-২ এ নিশ্চিত করা হবে।

জনাব মীর আব্দুস সাহিদ, অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, (পানি সম্পদ)

এসডিজি-৬ অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কারণ এটি অন্যান্য অনেক এসডিজি লক্ষ্যের সাথে সম্পর্কিত। বাংলাদেশে এসডিজি-৬ অর্জনের জন্য ডিপিএইচই'র পানি সরবরাহ ব্যবস্থাপনার দক্ষতা বাড়ানো অপরিহার্য এবং পিকম্যাক এই লক্ষ্য অর্জনে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে। আমি আশা করি প্রকল্পের ফলাফলগুলি সফলভাবে প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ করা হবে, এবং এর জন্য ডিপিএইচই'র কর্মী ও জাইকা বিশেষজ্ঞদের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সহযোগিতার প্রয়োজন হবে। ডিপিএইচই এবং জাইকা-র মধ্যে বন্ধুত্ব কয়েক দশকের, এটাই আমাদের সবচেয়ে বড় আনন্দের। আমি আশা করি এই সুন্দর বন্ধুত্ব ভবিষ্যতে অব্যাহত থাকবে।

মিজ্ মারি মিউরা, সিনিয়র প্রতিনিধি, জাইকা, বাংলাদেশ অফিস

পিকম্যাক প্রকল্পের প্রথম ধাপে, ডিপিএইচই-এর সামগ্রিক দক্ষতা বাড়ানোর জন্য পাঁচটি আউটপুট তৈরি করা হয়েছিল যা বর্তমানে এসডিজি লক্ষ্যমাত্রা পূরণে সহায়ক হবে। যদিও এই কিক-অফ মিটিংটি করতে দেরী হল, আমরা ইতিমধ্যেই জাপানি বিশেষজ্ঞদের সাথে অভ্যন্তরীণ আলোচনার মাধ্যমে কাজের অগ্রগতি করেছি। এটি আমাদের সময়মত প্রকল্প শেষ করতে সাহায্য করবে। প্রকল্প অনুমোদনের পর, বেইজলাইন জরিপ করা হয়, এতে ৯৯% সাড়া পাওয়া যায়। এই স্বতস্ফুর্ত অংশগ্রহনে আমরা আনন্দিত এবং প্রকল্পের সফল বাস্তবায়নের বিষয়ে আমাদেরকে আশাবাদী করে তুলেছে।

জনাব মোহাম্মদ আনোয়ার ইউসুফ, প্রকল্প পরিচালক, পিকম্যাক-ডিপিএইচই (ফেজ-২) ও তঃপ্রঃ (পরিকল্পনা)

কার্যক্রম

সূচনা সভা

প্রকল্পটির শুভ সূচনা করতে ১ ফেব্রুয়ারি, ২০২৪ তারিখে ডিপিএইচই সদর দপ্তরের অডিটোরিয়ামে সূচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। ডিপিএইচই সদর দফতরের প্রকৌশলী, জাপানি বিশেষজ্ঞ এবং জাইকা বাংলাদেশের কর্মকর্তারা সভায় উপস্থিত ছিলেন।

প্রকল্প দলটি (i) কীভাবে প্রকল্পটি নিরাপদ পানির ব্যবস্থার জন্য ডিপিএইচই'র সক্ষমতায় অবদান রাখবে (ii) পিকম্যাক-১ এর পর্যালোচনা, এবং (iii) অংশগ্রহণকারীদের স্পষ্ট বোঝার সুবিধার্থে পিকম্যাক-২ এর বিশদ বিবরণ প্রদান করেছে।

প্রশ্নোত্তর পর্বের সময়, অংশগ্রহণকারীরা সক্রিয়ভাবে প্রশ্ন উত্থাপন করে এবং প্রকল্পের কার্যক্রম এবং প্রত্যাশিত ফলাফল সম্পর্কে মন্তব্য প্রদান করে। এই পরস্পর কথোপকথন শুধুমাত্র তাদের প্রকল্প সম্পর্কিত সার্বিক ধারণাকেই প্রসারিত করেনি, সেই সাথে অংশগ্রহণকারী এবং পিকম্যাক-২ টিম এর মধ্যে সংযোগকেও শক্তিশালী করেছে।

ছবি: সূচনা সভার মঞ্চ

বেইজলাইন জরিপ

বেইজলাইন (বিএল) জরিপ (অনলাইন প্রশ্নাবলী) ২০২৩ সালের ডিসেম্বরের শেষ থেকে পরিচালিত হয়। অনলাইন প্রশ্নাবলীর উদ্দেশ্য হলো, ডিপিএইচই এর বর্তমান অবস্থা যেমন গাইডলাইন এবং WRPMs ব্যবহার, M&S কার্যক্রম বাস্তবায়ন, পৌরসভাকে সহায়তা ইত্যাদির উপর ডাটা/তথ্য সংগ্রহ করা, এবং প্রশিক্ষণের চাহিদা নির্ধারণ করা। ডিপিএইচই-র সবাইকে ধন্যবাদ, মোট ৬৫৬ জন অফিসার প্রশ্নাবলীর উত্তর দিয়েছেন। এছাড়াও পানি সরবরাহ পরিস্থিতির তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। প্রাপ্ত ফলাফল প্রশিক্ষণ কার্যাবলীর বিষয়বস্তু প্রণয়নে প্রতিফলিত হবে।

বেইজলাইন (বিএল) জরিপের ফলাফলের উপর ভিত্তি করে, প্রকল্পের শেষে প্রকল্পের আউটপুট মূল্যায়ন করা হবে।

এই সমীক্ষাটি ডিপিএইচই'র সকল অফিসের জন্য করা হয়। প্রশ্নাবলী (গুগল ফর্ম) ও এক্সেল শীট ডিপিএইচই'র সকল কর্মকর্তাদের প্রেরণ করা হয় এবং তা অনলাইন ও মেইলের মাধ্যমে সংগ্রহ করা হয়।

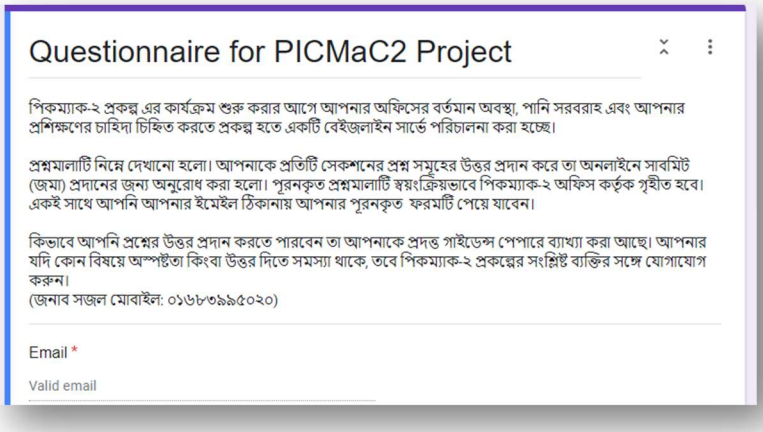
Questionnaire for PICMaC2 Project

পিকম্যাক-২ প্রকল্প এর কার্যক্রম শুরু করার আগে আপনার অফিসের বর্তমান অবস্থা, পানি সরবরাহ এবং আপনার প্রশিক্ষণের চাহিদা চিহ্নিত করতে প্রকল্প হতে একটি বেইজলাইন সার্ভে পরিচালনা করা হচ্ছে।

প্রশ্নমালাটি নিম্নে দেখানো হলো। আপনাকে প্রতিটি সেকশনের প্রশ্ন সমূহের উত্তর প্রদান করে তা অনলাইনে সাবমিট (জমা) প্রদানের জন্য অনুরোধ করা হলো। পূরনকৃত প্রশ্নমালাটি স্বয়ংক্রিয়ভাবে পিকম্যাক-২ অফিস কর্তৃক গৃহীত হবে। একই সাথে আপনি আপনার ইমেইল ঠিকানায় আপনার পূরনকৃত ফরমটি পেয়ে যাবেন।

কিভাবে আপনি প্রশ্নের উত্তর প্রদান করতে পারবেন তা আপনাকে প্রদত্ত গাইডেন্স পেপারে ব্যাখ্যা করা আছে। আপনার যদি কোন বিষয়ে অস্পষ্টতা কিংবা উত্তর দিতে সমস্যা থাকে, তবে পিকম্যাক-২ প্রকল্পের সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির সঙ্গে যোগাযোগ করুন।
(জনাব সজল মোবাইল: ০১৬৮৩৯৯৫০২০)

Email *

Valid email

ছবি: অনলাইন প্রশ্নপত্র

M&S-এর সহায়ক কার্যক্রম

ফেজ ১-এ M&S এর উপর ভিত্তি করে, ডিপিএইচই ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে নির্বাচিত ৩টি জেলা খুলনা, রাজশাহী এবং গাজীপুরে রাজস্ব কর্মকান্ড হিসাবে ভূগর্ভস্থ পানির উৎস পর্যবেক্ষণ এবং পানির গুণমান পর্যবেক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনা করে।

পিকম্যাক টিম হতে সেই সকল জেলাগুলিকে সহযোগিতা প্রদান করে এবং সেই লক্ষ্যে সর্বোত্তম অনুশীলন, চ্যালেঞ্জিং পয়েন্ট এবং আরও কিছু তথ্য সংগ্রহের জন্য কর্মশালার আয়োজন করে। এছাড়াও, পিকম্যাক টিম ভবিষ্যৎ কাজের জন্য পরবর্তী উন্নয়নের বিষয় সমূহ রিপোর্টে উল্লেখ করে।

এখন পর্যন্ত, ডিপিএইচই ২০২২-২৩ অর্থবছর ৩টি ও ২০২৩-২৪ অর্থবছরে ৭টি সহ মোট ১০টি জেলায় M&S কার্যক্রম সম্প্রসারণ করবে। পিকম্যাক টিমও তাদের যথাসম্ভব সহযোগিতা করবে। তাই, আমাদের সাথে যোগাযোগ করতে কোনোরকম দ্বিধা করবেন না!!

ছবি: খুলনা জেলায় M&S প্রশিক্ষণের দৃশ্য